যায়যায়দিন

তারিখ 17 FEB 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার্থীদের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব

শিক্ষার উন্নয়নে ইতিবাচক উদ্যোগ

স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও সামর্থ্যের অভাবে প্রতিবছর উচ্চশিক্ষা অর্জন থেকে বঞ্চিত হয় এ দেশের অসংখ্য শিক্ষার্থী। শিক্ষার মাঝপথ থেকে মেধাবী এ তরুণদের ঝরে পড়া নিঃসন্দেহে দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে হতাশাব্যঞ্জক। এ সমস্যার সমাধানে সরকারের পক্ষ থেকেও খুব দ্রুত কোনো উদ্যোগ নেয়া সম্ভব নয়। তবে হাজার হাজার তরুণের উচ্চশিক্ষার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন এ উদ্যোগ কিছুটা হলেও সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষার্থীরা দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকে সহজশর্তে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারবে। সিদ্ধান্তটি এখনো গৃহীত না হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানের হাতে চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। আমরা আশা করছি দ্রুতই এটি অনুমোদন পাবে। শিক্ষার্থীরা পরিচয়পত্র দেখিয়ে অভিভাবকের অনুমতিসাপেক্ষে ১০০ টাকার বিনিময়ে এ হিসাব খুলতে পারবে। হিসাবের ন্যূনতম স্থিতি ১০০ টাকা থাকলেই চলবে। এক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হচ্ছে শিক্ষার্থীর এ হিসাব থেকে ব্যাংক কোনো সার্ভিস চার্জ নেবে না। প্রতি সপ্তাহে বা মাসে শিক্ষার্থীরা অল্প কিছু করে অর্থ এ একাউন্টে জমা রাখতে পারবে। সেটা ন্যূনতম দশ টাকাও হতে পারে।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন এ পরিকল্পনা দেশের শিক্ষার উন্নয়নে ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর দেশে একটি সঞ্চয়ী ও স্বাবলম্বী জাতি গড়ার যে স্বপ্ন দেখছেন নতুন এ পরিকল্পনা সে ভাবনা থেকেই এসেছে। এটা ছাত্রসমাজের এগিয়ে যাওয়ার জন্য যেমন সহায়ক হবে তেমনি দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও ইতিবাচক।

এ দেশের একটি বড় অংশ মেধাবী শিক্ষার্থী যারা অনেক সংগ্রাম করে কলেজ পর্যন্ত এসে থেমে যায়। আর্থিক দৈন্যের কারণে তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয় না ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পা রাখা। এমনকি অনেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত গেলেও সেখান থেকেও ফিরে আসতে হয় আর্থিক অনটনের কারণে। এক্ষেত্রে তারা যদি স্কুলজীবন থেকে কিছু অর্থ নিজেদের জন্য সঞ্চয় করতে পারে তাহলে সত্যিকার অর্থেই কয়েক বছর পর এ অর্থই তার উচ্চশিক্ষা অর্জনের পথে সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। আবার অনেককে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে চাকরির জন্য ঘুরতে হয়, সে সময়ও এ অর্থ তাদের অনেক প্রয়োজনীয় কাজে লাগতে পারে।

এর আগে দু'একটি বেসরকারি ব্যাংক শিক্ষার্থীদের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সুযোগ সৃষ্টি করলেও সেগুলো তুলনামূলক ব্যয়বহুল ছিল, যা সব শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক খুব অল্প অর্থে সঞ্চয়ী হিসাব খোলার যে সুযোগ সৃষ্টি করতে যাচ্ছে তাতে সব শিক্ষার্থীই উৎসাহিত হবে।

গভর্নর যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ উদ্যোগ নিচ্ছেন সেটা যেন ব্যাংকের মাঠ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিফলিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। সঞ্চয়ী হিসাব খোলা থেকে শুরু করে টাকা জমা দেয়া ও নেয়া এসব ক্ষেত্রে যাতে শিক্ষার্থীরা হয়রানি ও বিড়ম্বনার শিকার না হয় তাও খেয়াল রাখতে হবে। এ জাতীয় ঝামেলা তৈরি হলে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। আমরা আশা করবো, একটি সফল উদ্যোগ হিসেবে এটি শিক্ষার উন্নয়নে কাজে লাগবে।

গভর্নর যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ উদ্যোগ নিচ্ছেন সেটা যেন ব্যাংকের মাঠ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিফলিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। সঞ্চয়ী হিসাব খোলা থেকে শুরু করে টাকা জমা দেয়া ও নেয়া এসব ক্ষেত্রে যাতে শিক্ষার্থীরা হয়রানি ও বিড়ম্বনার শিকার না হয় তাও খেয়াল রাখতে হবে।